দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 04 APR 2008
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ৪

তিন হাজার ৩৭১ জন প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণে পরিপত্র জারি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ সারাদেশে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩ হাজার ৩৭১টি প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণের জন্য বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন পরিপত্র জারি করেছে। ১৯৯৫ সালে জারিকৃত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো নীতিমালা ভঙ্গ করে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে গত সরকারের আমলে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেয়ায় শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও প্রধান শিক্ষক নিয়োগে আইনী জটিলতা সৃষ্টি হয়। সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে এ পরিপত্র জারি করা

(১১-পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

তিন হাজার

(১২-এর পাতার পর)

হয়েছে। পরিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৯৫ সালে বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিটি এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১২ জন শিক্ষক। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন প্রধান শিক্ষক, প্রতিটি বিষয়ে ১ জন করে শিক্ষক ও দুই জন কর্মচারী পাবে। কিন্তু বিগত দিনে এ নিয়ম ভঙ্গ করে রাজনৈতিক তদ্বিরে এমপিওভুক্ত কোন কোন মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জনবল কাঠামোর ব্যত্যয় ঘটিয়ে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে। উপরন্তু নিয়োগকৃত অতিরিক্ত শিক্ষকদেরও এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। ওই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনবল কাঠামোর বাইরে অতিরিক্ত শিক্ষক এমপিওভুক্ত হওয়ায় অবসরসহ বিভিন্ন কারণে শূন্য হওয়া প্রধান শিক্ষকের পদে কোন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাচ্ছিল না। কোন কোন স্কুলে ম্যানেজিং কমিটি প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দিলেও আইনী জটিলতার কারণে এমপিওভুক্ত করা যায়নি তাদের। বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিগোচর হওয়ায় প্রধান শিক্ষকের পদটি ৯৫ সালের জনবল কাঠামোর বাইরে রেখে পদ পূরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রণালয়। পরিপত্র অনুযায়ী যে সকল প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ওইসব প্রতিষ্ঠানে জনবল কাঠামোর নীতিমালা অনুযায়ী অতিরিক্ত শিক্ষক থাকলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারবে। যদি কোন প্রতিষ্ঠানে এর আগে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয় তাদেরও এমপিওভুক্ত করা হবে। তবে উভয় ক্ষেত্রে নিয়োগ পদ্ধতি যথাযথ অনুসরণ করা না হলে নিয়োগকৃত শিক্ষক সরকারী বেতনভাতা পাবে না।